প্রধানমন্ত্রীরদপ্তর

দ্বন্দ্ব এড়ানো ও পরিবেশ সচেতনতা সংক্রান্ত বিশ্ব জোড়া প্রয়াস 'সম্বাদ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা মায়ানমারে ইয়াঙ্গনে শনি ও রবিবার দ্বন্দ্ব এড়ানো ও পরিবেশ সচেতনতা সংক্রান্ত বিশ্বজোড়া প্রয়াস 'সম্বাদ'-এর দ্বিতীয় অধিবেশন আয়োজিত হয়

Posted On: 07 AUG 2017 12:27PM by PIB Kolkata

মায়ানমারে ইয়াঙ্গনে শনি ও রবিবার দ্বন্দ্র এডানো ও পরিবেশ সচেতনতা সংক্রান্ত বিশ্বজোডা প্রয়াস 'সম্বাদ'-এর দ্বিতীয় অধিবেশন আয়োজিত হয়।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র ২০১৫'র সেপ্টেম্বরে বিভিন্ন ধর্ম ও ঐতিহ্যের অংশগ্রহণে এই অতুলনীয় সম্মেলনের প্রথম অধিকেশনটির আয়োজন করেছিল নতুন দিন্নিতে। প্রধানমন্ত্রী সেই অধিকেশনে ভাষণ দিয়ে ছিলেন।

সম্বাদের দ্বিতীয় অধিবেশনে এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বজুড়ে নানা সমাজ এখন বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন, যেগুলির মধ্যে আছে :

কিকরে দশ্ব এড়ানো যায়?

জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিশ্বজোড়া সংকটের মোকাবিলা কিভাবে করা যায়?

কিকরে শান্তি ও সম্প্রীতি নিয়ে বাস করার পাশাপাশি নিজেদের জীবনকে সুরক্ষিত রাখা যায়?

তিনি বলেন, এই সব প্রন্নের উত্তর অন্বেষণের প্রয়াস যে মানবতার সুদীর্ঘতম চিন্তাভাবনার ঐতিহ্যের নেতৃত্বে হবে, যার শিকড় বিভিন্ন ধর্মে, সভ্যতায় এবং আধ্যাষ্মিকতার বিভিন্ন ধারায় প্রোথিত, সেটাই স্বাভাবিক।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি হলেন "সেই সুপ্রাচীন ভারতীয় পরম্পরার সম্ভান, যা কঠিন সব বিষয়েই সংলাপেদৃঢ় বিশ্বাসী"। তিনি বলেন, 'তর্কশাস্ত্র'-এর মতো প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারাটি, মত বিনিময় ও দ্বন্ধ এড়ানোর আদশহিসাবে সংলাপ ও বিতর্কের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল।

ভারতীয় পুরাণ থেকে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত প্রহ্লাদ ও ভগবান বৃদ্ধ-এর উদাহরণ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁদের প্রত্যেকের কর্মের উদ্দেশ্য ছিল - ধর্মকে উচ্চে তুলেরাখা, আর এটাই ভারতীয়দের সেই প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যগ পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সম্বাদ' বা 'সংলাপ' হ'ল, বিশ্বের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ এবং নানাজাতি ও সমাজের মধ্যে হন্মের বীজ বপনকারী গভীরচারী ধর্মীয় রূপ ও সংস্কারকে ছিন্ন-ভিন্ন করার একমাত্র উপায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদি মানুষ প্রকৃতিকে লালন-পালন না করে, তা হলে প্রকৃতি জলবায়ু পরিবর্তনেরমধ্য দিয়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পরিবেশ সংক্রন্ত বিধি ও নিয়ন্ত্রণ যে কোনওআধুনিক সমাজে আবশ্যক হলেও প্রকৃতিকে নেহাতই অপকৃষ্ট সুরক্ষা যোগায়, বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী 'সমন্বয়মূলক পরিবেশ সচেতনতা'র আহ্বান জানান।

মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করতে হবে, প্রকৃতিকেশোষণের উৎস হিসাবেই কেবল দেখলে চলবে না বলে প্রধানমন্ত্রী সৃদ্চ মত ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "একবিংশ শতাব্দীর আন্ত-সংযুক্ত ও আন্তঃ নির্ভর পৃথিবী যদিও সন্ত্রাস থেকেজলবায়ু পরিবর্তনের বিশ্বজোড়া নানা চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তবে এর সমাধান সংলাপ ও বিতর্কের মতো এশিয়ার প্রাচীন তম পরম্পরার মধ্য দিয়েই পাওয়া যাবে বলে আমি প্রত্যয়ী"।

(Release ID: 1498687) Visitor Counter: 2

Background release reference

বিবেকানন্দ কেন্দ্র ২০১৫'র সেপ্টেম্বরে বিভিন্ন ধর্ম ও ঐতিহ্যের অংশগ্রহণে এই অতুলনীয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনটির আয়োজন করেছিল নতুন দিন্নিতে। প্রধানমন্ত্রী সেই অধিবেশনে ভাষণ দিয়ে ছিলেন









in